মা-কে

সূচীপত্র

প্রাক্‌-বাক

রীতিগত প্রথায় নামের ওপর খ্যাতির আস্তরণ না খুঁজে কবি-সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু 'একক'-এর পাতায় আমার মূক ভাবনাকে মুখর হবার প্রথম সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর শ্রান্তিহীন সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ কবিতা গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব ছিল না।

চরিত্রের সতেজ বৈশিষ্ট্যে, বয়সের দেওয়াল ডিঙিয়ে, বন্ধুত্বের সপ্রাণ দাবীতে স্বনামধন্য লেখক 'দরবেশ' দিনরাত ঠেলে-ঝাঁকিয়ে, খুঁচিয়ে খেপিয়ে আমায় সৃষ্টি জগতে সক্রিয় রেখেছেন। তাঁর মতো দরদী বন্ধু, রূঢ় সমালোচক এবং আগ্রহী শ্রোতা পেলাম বলেই আজও আমি লিখছি।

আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও শ্রদ্ধেয় সুব্রতেশ ঘোষের আন্তরিকতা এবং ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে।

কবি রেবন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সপ্রাণ নিষ্ঠা এবং ক্লান্তিহীন পরিশ্রম মাপবার শক্তি আমার নেই।

আমার অনুজ সুশীল বসু আমার কবিতার প্রথম এবং উৎসাহী শ্রোতা 'এককে' আমার কবিতা প্রকাশের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে তারই।

আমার কবিতা যাদের ভালো লাগে বা লাগে না তারাই আমার সুখ ও সাধনার দীপ্ত সোপান।

ভিন্নমুখী কর্মজীবনের কবিতা প্রীতির এই নেশার ফলজাত সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতি এবং অবহেলা সবচেয়ে বেশী এবং মূক ধৈর্য্যে সয়েছেন সুনন্দা বসু। সংসারের প্রচণ্ড চাপেও তাঁকে আমার প্রত্যেক সুস্থ বা পঙ্গু কবিতা শুনতে হয়েছে। তাঁর নিঃসঙ্কোচ সমালোচনা আমার সৃষ্টি সাধনার অপরিহার্য সম্পদ।

বাংলার যশস্বী কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিরপেক্ষ হৃদয়ের অল্পকথার প্রকাশে এবং ইঙ্গিতে আমায় অনেক আশার ছবি আঁকার সাহস দিয়েছেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতাও আমার অপ্রত্যাশিত সম্পদ।

এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হৃদয় মূক আনন্দে নুয়ে আছে ও থাকবে।

কল্যাণী বসু

অথবা আমরা যদি

অথবা—আমরা যদি
হাঁস বক শকুনের মতন একাকী
ঠোঁটে নখ চাটি আর ভাবি—
পৃথিবীটা রসালো খোলস !
ঠোকরে ঠোকরে খুঁজে পাওয়া যায়—আম জাম কাঁঠালের রস
ঝিনুক শামুক আর ভাইবোন মাছদের চোখে
অথবা—এ পৃথিবীটা গোল গোল চোখ হয়ে
মড়া আর মড়কের মত জেগে আছে !
থাক্—থাক্ এই সব আলোচনা
এই বলে রাম শ্যাম রহিমের হাসির ঝলক্
উড়ে এসে ঢেকে দিল সাপের খোলস
সময়ের পেটের ভিতরে ;
তার চেয়ে যীশু আর দধীচির নাম জপ করে
কিছু আলোড়ন তুলে ধরা যাক্
নরম খুদের মত মাছদের ছোট ছোট চোখে
চুপকরা ছিপের সুমুখে।

আম জাম কাঁঠালের রস চুঁয়ে চুঁয়ে
যাদের সুঁচালো চোখ আরব রজনী সৃষ্টি করে
পৃথিবীটা রসালো খোলস হতে পারে—সেই সব চোখে
তারা এই রাম শ্যাম রহিমের ভীড়ের মিছিলে

যীশু আর দধীচির নাম নেবে সারারাত—
ক্ষণে ক্ষণে রাতের দুপুরে
তাদের শপথ শুনে মনে হবে
পৃথিবীটা স্বর্গ সুধায় বুঝি ভরে যাবে
রাম শ্যাম রহিমের বাহুর আড়ালে !

অথবা—আমরা যদি
হাঁস বক শকুনের মতন একাকী
আড়ালে উঁচুতে বসে থাকি—এক পায়ে
চুপ করা ভাবনাটি নিয়ে—চোখ বুজে
অথবা প্রখর কোন দৃষ্টির খেয়ালে
রস খুঁজি পৃথিবীর রসালো গভীরে
তবে আর—
যদু আর মধুদের ভীড়ের মিছিলে
যেতে হবে নাক কোন দিন ।
যীশু আর দধীচির নামের কীর্তনে আমরা অমর হব
তখন এ পৃথিবীটা অনেক রসালো !—
থাক্ থাক্ এই সব আলোচনা
এই বলে হাঁস বক শকুনের হাসির ঝলক
উড়ে এসে ঢেকে দিলো সাপের খোলস
সময়ের পেটের ভিতরে ।

তার চেয়ে যীশু আর দধীচির নাম জপ করে
কিছু আলোড়ন তুলে ধরা যাক্ ।

ছুটির দিন

সকাল—

আজ আমি পৃথিবীর বাজারে যাবো না

আজ রবিবার আমার ছুটির দিন

এই ঘরের জানলায় বসে আমি

ফেরীওয়ালা আকাশকে ডাকবো।

কাল বিকেলে বড়বাবুর হাত থেকে

আজকের দিনটাকে উপার্জন করে

মাসের মাইনের মত পকেটে পুরে এনেছি।

কারা যেন পিক্‌নিকে যাচ্ছে—ও বাড়ির

আমার প্রতিবেশীদের মুখ মনে রাখতে আমি হয়রান হই।

ওরা প্রায়ই রঙ বদলায়

মুখের এবং মনের

প্লাশ্‌টিক-সম্ভার নিয়ে ওরা বেরুচ্ছে—

প্লাশ্‌টিকের জিনিসগুলো মজবুত, প্রায়শই ভাঙে না

(অনেকের হৃদয়ের মত) :

হ্যাঁ যা বলছিলাম

আজ ছুটির দিন

বড় সাহেবের তাড়া খেয়ে আজ আর বিনীত থাকবার

বাধ্যতা নেই

কারও কলমের তরবারি আমায় রক্তাক্ত করবে না

পার্সোন্যাল ফাইলে

এই জানলার পাশে বসে আজ আমি
আকাশকে সওদা করে রাখবো
যে আকাশ
কুলের টবের দোপাটির মত
দিনে আমায় সূর্য উপহার দেবে
আর প্রতি রাত্রে চন্দ্রমল্লিকা
তারায় ভরা আকাশের থালায়
যে কোন পরিপার্শ্বের কয়লার ধোঁয়া এবং
দু-একটি বোমা পটকা সহ্য করেও।

বিকেল—

সারাটা দিন আমার ছুটির লগ্ন ছিল
ভগবান
আমায় আমার প্রতিদিনের হাডখাটুনি ফিরিয়ে দাও
ছুটির দিনটা আমার
বাঁজা বউ-এর মত কাঁদছে
ঝরে পড়া অসমর্থতায়।
অভুক্ত চিমসে যাওয়া পেটে অপর্যাপ্ত উপহার
সহ্য হয় না।
সারাটা দিন
আকাশ টুকরো টুকরো করে, আমি
চোলাই মদের স্বপ্ন দেখি
রাত ভরা তারার মালার শৃঙ্গারে
বউ-এর উলঙ্গ গলার কথা ভেবে, আমি

খুনের স্বপ্ন দেখি
অথচ
আকাশ খুন করতে গিয়ে আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়!
যে আকাশ ফুটে ওঠার আগ্রহে
সকালেও এমন সবুজ ছিল!
তবুও
এই বোমা পটকা এবং ধোঁয়ার আকাশে
কোন্ চন্দ্রমল্লিকা ফুটবে বলো!

আমার রঙ বদলানো প্রতিবেশীরাও
পিক্‌নিক্ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে।
ওদের ক্লান্তি আর আমার ব্যথার গভীরতার
বিনিময় মূল্য জানতে পারলে
আমি আমার ছুটির দিনটাকে চিনতে পারি।

শিশু সূর্য

একটি শিশু সূর্য জন্ম নেবে বলে
আকাশ মুখটা প্রসবী উদ্বেগে লাল হয়ে ওঠে
পৃথিবী শিশির ধৌত পবিত্রতায় প্রস্তুত
একটি শিশু সূর্যের হৃদয় স্পন্দনে
যেমন করে সব সূর্যরাই জন্ম নেয়
তমিস্র রাত্রির প্রসবী গর্ভ থেকে।
আকাশ লাল, পৃথিবী অস্থির
আসন্ন লগ্নের আঘাতে।

তোমার আমার নির্বোধ অবিশ্বাস
সকালের চায়ের দোকানকে শিক্ষিত করে তুলুক
পুরানো খবরে
তুমি আমি এবং অনেকেই
প্রসূতি সদনের ভিতরে যাবার ছাড়পত্র পাবো না
মরচে ধরা বিশ্বাসের ছোঁয়াচে অসুস্থতায়।
যে জন্ম দিল ঐ শিশু সূর্যের
তারই কোলে এ প্রভাত পরিস্ফুট হবে
এসো
আমরা প্রভাতকালীন চায়ের দোকানকে
শিক্ষিত করে তুলি
পুরানো খবরে আর অবিশ্বাসের দাপটে

যতদিন না ঐ শিশু সূর্য
কোন আগুন ছড়ানো মধ্যাহ্নে
একটি পুরো পুরানো সমাজকে ভীত অকেজো করে তোলে
প্রচণ্ড প্রখরতায়।

দু-একটি শিশির বিন্দু

অবৈধ সন্তানের মত
দু-একটি শিশির বিন্দু
ফ্যাকাশে রুগ্ন শুকনো পাতার বুকে শুয়ে থেকেও
আগত সূর্যকে ভয় করে করে
শুকিয়ে মরছে !

অথচ এ প্রভাত ললনার মত রক্তিম হয়ে ওঠে
নতুন জাতকের স্বপ্নে !
আর ঐ কয়েকটি শিশির বিন্দুই
স্থানচ্যুত ব্যর্থতার মত শুকিয়ে উঠছে ভয়ে
শুকনো মরাটে পাতার বুকে লুকোবার অসমর্থতায়
এমন নিরন্তর সোনালী দিনের আশ্বাসেও
আর এক রক্তিম সূর্যের বিজয় তোরণে
শুকিয়ে মরার ভয়ে কাঁপছে
কয়েকটি শিশির বিন্দু।

বাসা বদল

আরামটুকু গায়ের চাদরের মত সরে যেতেই দেখি
ঘরের দেয়ালে পুরানো সনের ক্যালেণ্ডার
লটকে থাকার লালসায় ঝুলছে।
উল্টো দিকের ছবিটায়—নীলচে আকাশ
ধবল চাঁদ বুকে নিয়ে
অসুস্থ অস্তিত্বে রঙচটা।
অন্য দেয়ালে আমার ষোল বছরের ফটো
গোঁফ গজানো গৌরবে চেয়ে আছে
নেপোলিয়ন-এর কায়দায়।
চতুর্থ দেয়ালে স্বয়ং মহাদেব
কয়েকটা বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়েও
নির্বিকার নেশায় এবং ওষুধগ্রস্ত চোখে
গলায় সাপ জড়াবার কৃতিত্বে—স্থির।

দেওয়ালের খুপরীতে আর চারপাশে
ভাঙা বোতল, জংধরা কৌটো এবং নড়বড়ে আসবাব
বাড়ি ছাড়বো বলেই আজ নিঃশব্দ উচ্চারণে
মিনতি করে সহযাত্রার!

অথচ নতুন বাসার মাপে মানায় না বলেই
আমিও নিরুপায় ধৈর্যে মুখ ফেরাই।

সুতরাং
তাহলে ঐ পুরানো ক্যালেণ্ডার
নীলচে আকাশ
ধবল রোগী চাঁদ অথবা
ঝিমানো সাপুড়ে মহাদেব
এমন কি ষোল বছরের গোঁফ গজানো—'আমিও'
পিছনে পড়ে থাকুক্
বাসা বদলের এই নতুন তাড়নায়।

রুগ্ন বিকেল

ইজি চেয়ারে শুয়ে থেকে
রুগ্ন বিকেলটাকে শুশ্রূষা করা যাক্।
ঘরের ভিতরটাই নিরাপদ :
বিস্তৃত বিকেল
উড়ে যাওয়া শরতের আকাশ
লোভনীয়—কিন্তু
অতি মাত্রায় উত্তেজক।
খবরের কাগজ বন্ধ
স্ট্রাইক্।

বেঁচে থাকার দাবী এবং জুড়ে থাকার বিশ্বাসের মধ্যে
চিরন্তন আপোষহীন সংগ্রাম।
রেডিওটা বন্ধ রাখি
রুগ্ন বিকেলটাকে উত্তেজিত করে লাভ কী।
ভিয়েৎনামের যুদ্ধ থামেনি—থামবে না
কোন কোন মুমূর্ষু সৈন্যের, হয়তো
আজই জন্মদিন—মৃত্যুর বেদীতে।

ফুটবল মাঠেও গুলি চলেছে
(রেডিওর খবর)।
এ পক্ষ ও পক্ষ কিছুতেই আপোষ করবে না

খেলোয়াড়রাই মার খেয়ে হয়রান !
লড়াইটা মাঠের বাইরেই বেশী উত্তেজক
রুগ্ন বিকেলটার জন্য কোন খবরই উচিত মত নয়।

দেয়ালে অসংখ্য পোকা এবং কয়েকটি টিক্‌টিকি জেগে আছে
আর সেখানে ডারউইন জাগ্রত।
স্‌-স্‌-স্‌-সাট্‌ ! কোন বিদ্যুৎ ক্ষিপ্র জিভ
এবং একটি পোকার চিরমিলন স্বাক্ষরিত হল।
অসংখ্য পোকা এখনও ডানার সঙ্গীতে সময় গুনছে !

বাইরে বিস্তৃত আকাশ, কাশফুল মেঘ
অনমুপাতিক ব্যবধান
রুগ্ন বিকেলকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে কী লাভ !
তার চেয়ে একটা বই—
এলিয়টের কাব্য
লাভ কী !
'ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে' কোন্ ফুলের গন্ধ !
কালই আপোষ ঘটবে (হয়তো) মালিক এবং মজুরের
স্টেট্‌স্‌ম্যান বা প্যাট্রিয়ট
আবার সকালের প্রাতরাশে
কাল সকাল আরও উত্তেজক—
ভিয়েৎনামে, রাজ দূতাবাসে বা মাছ মাংসের বাজারে।
তাহলে আজ পঙ্গু বিকেলটা শুয়েই থাকুক
ইজি চেয়ারে।

কলকাতায় সকাল বিকেল

সকাল
অতি মাত্রায় সকাল
কলকাতার পথে পথে অন্তহীন জনস্রোত জীবনের
খণ্ড যুদ্ধে, স্বতন্ত্র জয়ের ধারণার বারুদে সশস্ত্র হয়ে
লক্ষ লক্ষ মানুষের আকাশ ব্যাপ্ত করা মিছিল।

ঘড়িতে সকাল
সাড়ে আট, নয়, সাড়ে নয়, দশ—
লক্ষ লক্ষ একত্রিত উচ্ছ্বাসের বাণ ডাকা জোয়ার
এবং কোন কোন পরিকল্পিত ধারণা
নিষ্পিষ্ট পাইথন সাপের মত পীচ্ ঢালা রাস্তায়
জগৎজোড়া বিক্ষুব্ধ মিছিলে নাম লিখিয়ে
এ শহরে পা বাড়াল।
অথচ প্রত্যেকেই
কী করুণ নিঃসঙ্গতা বুকের ভাঁজে লুকিয়ে
বেঁচে থাকার কায়দায় পথ হাঁটে
পকেটের লুকিয়ে রাখা ছুম্ড়ান স্বপ্নের
ভাঁজ খুলতে খুলতে
ঠিকুজির অনুচ্চারিত কোন আশ্বাসের মত।

* * *

বিকেল

কলকাতার বিকেল

সময় পাঁচ, ছয়, সাত ..... !

কুঁকড়ে মুচড়ে যাওয়া ক্লান্ত মানুষের গৃহমুখী পঙ্গু মিছিল

শৃঙ্খলিত আত্মদাহে

পরাস্ত বাহিনীর তিক্ত স্মৃতিতে

ভাঁটার স্রোতের ক্ষয় ক্ষতিতে

এবং ধর্ষিত সন্ধ্যায়

ভিতরের সত্ত চেপটে যাওয়া স্বপ্ন হৃৎপিণ্ডের জরিমানায়

লেপটে নিয়ে

ফিরছে

ফিরছে

সারা কলকাতা, সন্ধ্যায়, ফিরছে--

ট্রামে বাসে

ট্রেনের ঝুলন্ত প্রস্থানে

পদাতিকের পরাস্ত পদক্ষেপে

হাঁফ ধরা রোগীর ভয়ার্ত শ্বাস প্রশ্বাসে !

ফিরছে।

কোন নিঃসঙ্গ রাত্রির সান্ত্বনায়

সকালের সংগ্রামী বিশ্বাসের জামিন্ ফিরে পেতে

এ শহর ফিরছে

পায়রা ভীরু বুকের নিরাশ্রয় সাহসে ।

উজ্জ্বল দিনের দাম

আর একটা দিন চিবিয়ে চিবিয়ে তৃপ্ত হবার পর
হিসেবটা বুক পকেটে বুঝে নিয়ে
একটা সতৃপ্ত আলস্যে আমরা
নখগুলো ঘষে ঘষে ধারালো করি
উত্তেজিত রসনাকে আর একটা দিনের আশ্বাস দিয়ে
আর বুড়োটে বিকেলটাকে
ভিক্ষুকের মত ধমকে তাড়িয়ে।
যদিও
অপমানে লাল হয়েওঠা উপেক্ষিত সূর্যটা—
সন্ত্রান্ত নীরবতায়
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে তর্ তর্ নেমে গেলো
অপমানিত অতিথির মত !—
ঠিক যখন আমরা রোমন্থনী নরম আরামে
নখগুলো ধারালো করছিলাম।

সমস্ত দিনটা, সন্ধ্যায়
নিহত সৈনিকের মত পড়ে আছে রক্তাক্ত পরিবেশে
এবং অপমানিত সূর্য যে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল সব কিছু
বিক্ষুব্ধ তিরস্কারে
সেখানে ভাসতে ভাসতে আমরা হেসে উঠলাম।
কেন না

তোমার আমার ধারালো নখের বিশ্বাস
অন্য এক নিবিড় ইচ্ছায় নড়ে চড়ে ওঠে।
তাই
বিতাড়িত সূর্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে
তুমি আমি এবং অনেকে
অন্ধকারের কানের কাছে চুমু খেয়ে
হেসে উঠলাম।

একদিন একরাত্রি
অন্য দিন অন্য রাত্রি
সূর্য প্রত্যেক বারই ফিরে যাবে
অসফল দিনের বোঝা ঘাড়ে বয়ে
এক সম্ভ্রান্ত নীরবতায় অপমানিত অতিথির মত!
আর পরাস্ত সূর্যকে উপেক্ষা করে করেও
আমরা হেসে উঠবো
কেন না
উজ্জ্বল দিনের কোন দাম আছে কি!

দীপালী উৎসব

কলকাতার অনেক দীপালী উৎসবে
অনেক কলকাতার দীপালী উৎসবে
আমি অসংখ্য মোমবাতি জ্বলার সমারোহ দেখেছি
যে দেবতাটি
আসবে আসবে বলে কোন দিনই আসেনি বা আসে না
তারই আসার পথ উজ্জ্বল করে
অথচ সব মোমবাতিরাই জ্বলছে
জ্বলতে পারার বিশ্বাসে !
তবুও ঘাম বা বৃষ্টির মত টুপ্ টাপ্
অনেকটা গলানো দাহ্য মোমবাতি প্রাণ
নিচের দিকে গলতে গলতে স্থূল কোন উৎসাহে
আটকে আছে ঘনীভূত প্রেরণায় !
এই সব গলানো দাহ্য বা ঘণীভূত উৎসাহ
(যে নামেই ডাকো না)
স্মৃতির মত অব্যয়
স্মৃতির মত মৃত্যুর মত
স্থির কোন সত্যের নাম ধরে
বেঁচে থাকবে বার বার
কলকাতার অনেক এবং অনেক কলকাতার
দীপালী উৎসবে ।

ঈশ্বরকে সান্ত্বনা দিয়ে

হায় ঈশ্বর, তোমায় কি বলে সান্ত্বনা দেবো!
তোমার লজ্জিত সৃষ্টি নপুংসক ক্ষোভে জ্বলছে—নিজেই
গলির মোড়ের ঐ লোকটার নিভে আসা চোখের সামনে।
ভিখিরীটা তো মানুষের মতই জন্মেছিল প্রথমদিন!
বিড়িওয়ালার নেড়ীকুত্তাটাও যে সহৃদয়তার প্রত্যুত্তরে লেজ নাড়ে
লোকটা সেটুকু সুযোগও পেল না। অথচ
ভিখিরীটার লেজ খসিয়ে তুমি সৃষ্টির কোন্ মাহাত্ম্য বাড়ালে!
সারাটা জীবন ও একটা শুক্‌নো হৃৎপিণ্ড মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে
মশা মাছি পিঁপড়ে বা মানুষ
অথবা তোমার মহৎ সৃষ্টি বর্ষা শীতের হাতে মার খেতে খেতে
এখন সারা জন্মের দেনা ফিরিয়ে দিচ্ছে ও
শেষ নিঃশ্বাসে
তোমার মুখে ওর ফুরানো প্রাণের শেষ হাওয়াটুকু
ছুড়ে মেরে অবজ্ঞায়
(আমি সবই দেখলাম)।

মরতে পারার মুক্তিতে ওর দেনা মেটানোর সাধ
ওর নিভে আসা ঠোঁটের হাঁ-করা ফাঁকে যে শান্তি
সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যতা এসে চুমু খাচ্ছে।
একটি ফুৎকারে ও ফিরিয়ে দিলো অনায়াসে
যা ভেজাল জেনেও চালিয়ে দিয়েছিলে

অর্থাৎ—মনে হওয়া একটি জীবন।
জুড়িয়ে আসা গলানো মোমের মত ওর চোখ
ঠাণ্ডা হতে হতে তোমার সৃষ্টির সামনে
যখন দরজা আটকালো
অবজ্ঞায়
মৃত্যুর সে নির্মল অন্তহীনতাকে বুকে টেনে—
তখন দেখলাম ওর চোখের সামনে
তোমার শীত বসন্ত ছয় ঋতু
নেমক্‌হারামী লজ্জায়
মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে ওর পায়ের শক্ত শীতল আঙুলে লেপ্টে গেলো
এবং ধবল রোগীর মত অসুস্থ দিনটা
ওর চোখের তারায় নিমন্ত্রণ না পেয়ে
লাথি খাওয়া কুকুরের মত পড়ে রইল লেজ গুটিয়ে
ওর অনমনীয় নির্লিপ্ততার একপাশে।

মাংসের দোকানে

তোমায় ঈর্ষা না করে পারি না বন্ধু
চিরায়ত্ত শান্তিকে কী কৌশলেই না
আয়ত্ত করেছ—অনুপম দক্ষতায় !
চতুষ্পার্শে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির নিশান
স্পষ্ট হয়ে ঝুলছে !

চৈতন্যের মত একগুঁয়ে গরিলা আর হয় না এবং
তাকে চিৎ করে রাখার মত কৃতিত্ব আর নেই।
যে কোন রক্তাক্ত ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করে চামড়া খসালেই
শান্তির আশ্রিত রাজ্যে বসতি মেলে।
তোমার নিশ্চিন্ত রাজ্যে বৈপরীত্যের সংগ্রাম নেই।
মস্তিষ্কের যে ভিজে আঙিনায় সচেতনতার ফুল ফোটে
সে মাটি শুকিয়ে পুড়িয়ে নিলেই
অনন্ত একটি শক্ত বেদী তৈরী হতে পারে
এবং সেখানে
যে কোন রক্তাক্ত অস্তিত্বকে খণ্ড খণ্ড করে
মোড়ক মোড়ক বিভক্তিতে বিচ্ছিন্ন করলেই
শান্তি ট্যাকে এসে আর এক তৃপ্তির রস যোগায়।

তোমার রাজ্যের জৈবিক বৈষম্য উল্টো হয়ে ঝুলছে !
অবস্থা ও অবস্থানকে উল্টো রাখতে পারলেই

শান্তির বন্ধুত্ব সুলভ হয়
এবং সেই বিশ্বাসে
বহিরন্তর খুলে ঝুলিয়ে রাখার মত কৌশল আর নেই
চামড়া তোলা এই মাংসল আত্মদানের মত।
আমি নিরন্তর ইচ্ছা করি এবং ঈর্ষা করি
অথচ তবুও পারি না!

নিষ্কঙ্ক চামড়া খসানোর পথে নামলেই
চিরায়ত আর এক শান্তির চাবিকাঠি হাতে আসে
জানি বলেও,
আমি
পারি না
পারি না
এবং পারি না।

চায়ের পেয়ালায় মাছি

তুমি উড়ছিলে সোনার পাখা মেলে
তোমার স্বপ্নের, তোমার ধারণার।
পেয়ালা তোমায় চায়নি
আমিও না
ধোঁয়াটা, গরম চা'টা আমারই জন্য।
সমস্ত দিন
সমস্ত দিন অনেক ক্লান্তির সান্ত্বনা ছিল পেয়ালায়
আর তুমি উড়ছিলে তোমার ধারণার ডানা হাওয়ায় ডুবিয়ে!

কোন মানুষ ডানা মেলে উড়তে গিয়ে
(কাগজের খবর)
পুড়ে মরল সোনার আগুনে—শূন্যতায়!
প্রচণ্ড গতি রকেটের মানুষের ভিয়েৎনামের
যুদ্ধের, জিগীষার
আকাশচারীর গলায় মালা
এবং
চায়ের উত্তপ্ত তরলে তুমি ডুবতে গেলে
কোন্ আবিষ্কারের প্রেরণায়!

তোমার ছবি চোখের তারায় চিরন্তন করে রাখবো
শপথ নিলাম।

শুধু এখন তোমার ভিজে পঙ্গু ডানার লেপ্‌টানো দেহটা
আমার দুটি নিরাসক্ত আঙুলে তৃপ্ত হোক্।
পুরানো কাগজের খবরে শুয়ে থাকো
এবং আকাশচারীর বক্ষ সংলগ্ন হয়ে।

*　　*　　*

একটুখানি গরম চা—তোমার কাছে নিয়তি
আর ঐ জ্বলতে থাকা শূন্যতাও
আমার কাছে।

আমার কবিতার ওপর দিয়ে

ওরা
সাবলীল হোঃ হোঃ হাসির তাচ্ছিল্যে
আমার কবিতার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়
নতুন আস্বাদনের উত্তেজনায়।

কলমের চুমুকে হৃদয় গলানোর মত
মস্তিষ্কের অসুস্থতা আর হয় না।
তাই তো নিয়মিত পরিকল্পিত ভালবাসায়,
ওরা হৃদয়কে
নিত্যব্যবহার্য করে করে অপরিহার্য হয়
ইস্পাতের মত।
আমি ভুল খুঁটে খুঁটে পাথর খুঁজি অন্ধ ধারণাব
তবুও ওরা সার্থক হিসাব মিলিয়ে মিলিয়ে
লাভার্স লেনে
প্রত্যেক দিনের নগ্ন কটিতটে
হিসাব টুকে রাখে।
আর আমি
সূর্য ধ্বনির শৃঙ্গারে মুগ্ধ হতে গেলেই
ওরা
হোঃ হোঃ হাসির তাচ্ছিল্যে
আমার কবিতার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়
নরম বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলার অভ্যস্ততায়।

খুন হওয়া চাঁদ

ছাতের কার্নিশের ওপারেই
খুন হওয়া চাঁদকে দেখলাম।

দিনটা আমার মনে নেই
তবে সময়টা খুব দূরের নয়
এবং ঘটনাটা বেশ মনে আছে
কেন না
ঠিক নিচের তলার
অবস্থাপন্ন মাতালটি
তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে লাথি মেরে
আতরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে রাস্তায় নেমেছিল
আর এক স্বপ্নকে চোখের তারায় ঝল্‌সে নিয়ে।

খুনের লগ্নটি বেশ স্পষ্ট
যদিও পরিবেশ বেশ অস্পষ্টই ছিল
তবে—ঠিক মনে আছে
রাস্তার মোড়ের পানের দোকানটায় তখন
বম্বে ছবির প্রেমের গান
ক্রেতাদের উত্তপ্ত রাখছিল
আর ফ্রেমে বাঁধানো যুবকটি
ফাঁক করা ঠোঁটে সিগেরেটে চুমু খেতে খেতে

৩

ঝকঝকে গাড়িটার মুখোশ-পরা মহিলাকে উত্তপ্ত রাখছিল
অন্ত বাসনায়।

উঁচু ছাতের এ পাশ দিয়ে চাঁদকে দেখা যায়
এবং অনেক মৃত্যুর লগ্নকেও।
সময়ের এমন আশঙ্কাজনক অস্পষ্টতা
ছিটতে থাকে কদাচিত।

কৃশ চাঁদটা কার্নিশের ওপারেই খুন!—
প্রাণহীন ফ্যাকাশে দেহটাকে তার
মেঘের চাদর দিয়ে ঢেকে দিল কে!

ছবিটা খুবই স্পষ্ট
কেন না পুলিশ এসেছিল খুন হবার খবরে
যখন ও ছাতের পরিত্যক্তা যুবতীটি
ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল
বাঁচতে না হবার আহ্লাদে
আর তখনও খুন হওয়া চাঁদটা কার্নিশের ওপারেই।

চন্দ্র বিজয়

আমি চাঁদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আকাশকে শাসিয়েছি
শূন্যতার বুক ভরিয়ে দিলাম সশব্দ বুদ্ধিতে
দেখলাম
অণুর খোলসে খোলসে পরমাণুর পূর্তি
আমি শূন্যতার রঙ বদলে দিলাম।
(আকাশের বুক জোড়া স্পন্দনে কোথাও শূন্যতা নেই)
আমি তো হেঁটে বেড়ালাম মহা শূন্যে
আমার ভাসমান চায়ের চামচ্ টুথপেস্ট চুষে চুষে
চাঁদকে ছুঁয়ে দিলাম
(পৃথিবীকে চাঁদের মত দেখলাম)।

তবু পৃথিবীর এই ভারসাম্যে ফিরে আসায়
নিজের ওজন ফিরে পেয়ে বুঝলাম
হৃদয়ের শূন্যতার মত শূন্যময় অন্ধকার
আর হয় না।

মাস্তলে পাগলাটে হাওয়া

মাস্তলের মাথায় পাগলাটে হাওয়া
কী অস্থির !
কাকে আমি সামলাই হাওয়া না মাস্তল
কে আমার কথা শুনবে মাস্তল না হাওয়া !
শুকনো গলায় ফুঁসছে ঐ যে শিশু
কোনদিন কারো কথা না শোনার শপথে
ও চলবেই।
অথচ কোন্ অঙ্গীকারেই বা
মাস্তলের ডগা থেকে পাল গোটানোর আপোষ করি !

ঘোলাটে জল, লবণ জল, ঢেউ, স্রোতের আবর্ত
সব অবাধ্যতার পাল্লা মেপেও মাস্তল ঠিক ছিল।
অথচ আজ
প্রলম্বমান ছায়ার পিছে পিছে
রক্তাক্ত শ্রান্ত সূর্যের শরশয্যার দিকে দৃষ্টি রেখে
পাল গোটানোর আক্ষেপে মাস্তল
তিক্ত হয়ে ওঠে
পাগলাটে হাওয়ার অস্থির দাপটেও।

চলন্ত বিগ্রহ

ফুল ফুটিয়ে তোলার স্বপ্নে তৃষ্ণা মেটাই সবুজ আঙিনায়
বেঁচে থাকার সুবিশ্বাসে আকাশ হৃদয় আলো
সৃষ্টি করে শিল্পায়ন নিত্যদিনের চলন্ত উৎসাহ
কোন্ রসিকের প্রদর্শনী বুকে বুকে চমৎকারী আলো
উচ্ছ্বসিত সূর্য রঙে চমকালো কোন্ চলন্ত বিগ্রহ
কৃতজ্ঞতায় বিজ্ঞাপিত এই আমাদের বিরল সচল দেহ।

বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে এক অনন্ত বিশ্বাসে
প্রস্ফুটিত আতর প্রাণের গন্ধ উজাড় মন
চিরন্তনী ধারণাতে সঙ্গোপনে হৃদয় উদ্‌যাপন
কোন্ রসিকের প্রদর্শনী, আমরা কাহার স্বপ্ন দেখার ফল
জীবন বোধের মন্ত্র সভায় উল্লিখিত হৃদয় ভরা রঙ
সবুজ আলোর স্বপ্নে বিভোর চিরন্তনী ভালবাসার ভুলে !

বাঁচতে চাওয়া ফুটতে পারা ভিজতে পারা ভোরের মাটির রসে
যান্ত্রিকতায় সঞ্চালিত জীবন জুড়ে সুখে থাকার শীষে
একটু যদি বুঝতে পারি আমরা সে কোন্ মহা প্রদর্শনীর
উচ্চারিত চঞ্চলতার স্বয়ংক্রিয় বাতি
বাঁচতে চাওয়ার সুবিশ্বাসে মরুভূমির মধ্যদিনের মায়া
এবং রঙের অঙ্গনে আজ বিজ্ঞাপিত উচ্ছ্বাসে ঝিল্‌মিল্।

বাড়িওয়ালাকে

বাড়িওয়ালা চৌধুরী মশায়কে ভাবছি বলব
ভাড়াটে থাকার জন্য ঘরটা আমার মোটেই অপছন্দ নয়।
মধ্যবিত্তের বাঁচার মত সুযোগ আছে বই কি
এবং ভাড়াটাও প্রায় নিয়ম মাফিক
তবুও দেয়াল এবং খুপরিগুলো আর একটু মজবুত
এবং চুনকামটা নিয়মিত হলে পোকামাকড় শান্ত থাকে
অবশ্য পাড়াটা যাই হোক, কেন না সময়টাই এমনি
তবে সিঁড়ি দিয়ে এক চিল্‌তে ছাতের অধিকারটুকু এই যা।

সব শেষের অনুরোধ ঘরের আকাশমুখী দেয়ালে
জানলাটা একটু বড় হলে দিন কাটানোর সুবিধা বাড়ত বই কি
অবসর তো ঘরেই কাটবে (বাইরে বেড়ানোয় অনেক খরচ)
এবং আশ-পাশটা এমন খিটমিটে যখন।

তাহলে রাস্তার দিকের আকাশমুখী দেয়ালে
জানলাটা একটু বড় হলে মোটামুটি টিঁকতে পারি।

তৃতীয় বিশ্ব

আমি প্রত্যেক আকাশকে ভালবাসবো কথা দিয়েছিলাম
বাসিনি
প্রত্যেক রাতের কোলে মাথা রেখে আমি
সন্তানের মতো শুয়ে থাকবো ভেবেছিলাম
ঘটেনি।
আমি শিশুহত্যাকারীকেও যীশুর আবেগে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে
শক্ত চোয়ালে দাঁতে দাঁত চেপে ফিরে এসেছি
ঘৃণায়।
অনেক ভোজন উৎসবে ক্রুশের কাঠ জ্বালিয়ে
রসনা পুষ্টির উৎসাহ দেখেও ক্ষমা করার আগ্রহে
আমি ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছি
আপোষহীন সঙ্কল্পে।

আমার মাতৃহন্তাদের হাতের রক্ত মুছে দেবার ঔদার্যে
প্রস্তুত হয়েও আমি
বার বার হিংস্র হয়ে উঠেছি
ক্ষিপ্ত শপথে।
আর দু-একটা বুনো ফুলগাছকে
পাথুরে দাঁতের কামড় থেকে বাঁচাতে
বিশাল সম্ভ্রান্ত চাই চাই পাহাড়ী ঔদ্ধত্যকে
লাথি মারার ভাবনায়
লজ্জিত হয়নি।

আর
এই সব পারা না পারার ছুঁৎ ছোঁয়াচে আওতায়
বেঁচে আছি বলেই হ্যামলেট আজও
হাঁ ও না এর মাঝে ঝুলে আছে
ত্রিশঙ্কুর ছাড়পত্র বুক পকেটে নিয়ে।

ট্রিপ্-টীজ

আমাদের অতিথি এবং সম্মানিত ভদ্রলোক
অবশেষে এলেন।
আমরা তখন চার বেহেড্ মাতাল
গেলাশে গেলাশে রঙীন রস ঢেলে ঢেলে
এবং সামনে সুস্বাদু মেয়েলী নরম মাংস সাজিয়ে
অপেক্ষায় ছিলাম।
কথার খিস্তিতে খিস্তিতে মৌ মৌ আমেজ
কী যে উত্তেজক!

চার বখাটে বন্ধু
রঙীন গেলাশের চারপাশে মিললে
এমন জমজমাট পরিবেশ আসবেই
এবং আসে বলেই
এমন হৈ হুল্লোড় উপচে ওঠে।
যা হোক্
অবশেষে আমাদের অতিথি এলেন
ফিন্‌ফিনে ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবি, আর
মোটা চশমার নিচেই চাপা ঠোঁটের আভিজাত্য
অনেকটা অধ্যাপকের মত পবিত্র ও প্রভাবশালী
যেন
এক্ষুনি কতিপয় শয়তানকে নরক থেকে টেনে তোলার সঙ্কল্পে

তার হৃদয় উৎসর্গীকৃত।

বন্ধ দরজা ও পর্দাটানা জানলা দেখলে
আঁট-সাঁট ব্যক্তিত্বও ঢিলে হতে কে না দেখেছে!
এবং শেষ পর্যন্ত
গেলাশের উষ্ণ চুমুতে গলতে গলতে তিনি
হৃদয়টিকে মোড়ক থেকে আস্তে আস্তে খুললেন
গ্রীষ্মদেশের ভদ্রলোকের আলোয়ান পাঞ্জাবির মত।
অভ্যস্ত অভিজ্ঞ কথাটে বলেই, আমরা
তেমনি ছিলাম।
আর
বন্ধ দরজা ও পর্দাটানা জানলা দেখে
বিবাহিত প্রেমিকের মত, সম্মানিত ভদ্রলোক
হিসেবী সাহসে আস্তে আস্তে
গেলাশে ডুবে ডুবে
জুহু বীচ্-এর মহিলা সাঁতারুর মত
সব কিছু তুলে ধরার নেশায়
হেলে দুলে প্রকট হলেন।

অধ্যাপকীয় ধুতি, চাদর ও মোটা চশমার শব্দযন্ত্রে
অশ্রাব্য এক শব্দের ঝঙ্কার উঁচু পর্দায় বাজছিল
যেন
নৈশ ক্লাবের সেই বেতন তৃপ্ত রমণী
শেষটুকু ছুড়ে দিয়ে প্রকট হলেন
পরিণতির সর্বসত্তা অস্তিত্বে

এবং আমরা চার বখাটে মাতাল
ষ্ট্রিপ্‌-টীজের এমন লগ্ন পেয়ে খুব খুশী ছিলাম
কেন না
সেই পরিবেশে কোন ধরনের নগ্ন নৃত্য না হলে
আসর জমতই না।

বেপরোয়া সেই শিশুটি

কাউকে বলতে সাহস পাই না
কাউকে বলতে ভরসা পাই না
এবং
তোমরাও কাউকে বোলো না।

আমি তার চোখেমুখে এক সাংঘাতিক বেপরোয়াভাব দেখে
নিজেই চমকে উঠি!
হাড্‌ভিসার হাভাতে এক শিশু
কী ক'রে যে
অমন দাঁতে দাঁত চেপে নখ খামচে পড়ে থাকে
খেটে খাওয়া বাচ্চা বিয়ানো মজুর মায়ের
খাঁচার মত বুকের দড়ির মত স্তনের ডগায়!
যেখানে পিষলেও ঠোঁট ভেজে না সেখানে
অমন সাঁড়াশির মত শক্তি
মাড়ি ফোলা দাঁতে এবং
নাকে মুখে চুষে নেবার অমন বেপরোয়া বিশ্বাস
ভাবা যায় না!
এবং তাই কাউকে বলতে সাহস পাই না
ভেবে দেখো
অমন একরোখা হাভাতে শিশু
সহজে রেহাই দেবে না।

অমন মুখের চেহারা দেখেছি
চ্যাপলিনের কল্পিত শিশুর মুখ টানায়।
দেখে দেখে চমকে উঠি উৎসাহে—
রাস্তার ধারে বস্তির
মজুর মায়ের ঝাঁঝরা বুকে দড়ির মত স্তনে
সাঁড়াশির মত অমন বেপরোয়া বিশ্বাস দেখে দেখে।

ব্লীজার্ড

আপনি আমি এবং অনেকেই এসেছিলাম
এই শৈলাবাসে
জীবনটাকে ভোগ করার সরস চাটনী চাটতে চাটতে।
প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সুখে থাকার এমন দিন আর হয় না
এমন পরিবেশ আর পাওয়া যায় না এবং
এমন সুযোগ আর কজনের ভাগ্যে ঘটে।
এমত মানসিকতা ও পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়েই এসেছিলাম
আমরা।

শুনুন,
আপনার গলাবন্ধের গলা খুলে রাখবেন না
বুকটা বিশ্বাসে যতই ভরা থাক্ না।
বাইরে ব্লীজাড!
হাজারো নখ আর দাঁত আমাদের খুঁজছে
শৈলাবাসের এই উঁচু লোহার খাঁচায় আত্মরক্ষা সহজ।
কাঁচের জানালার পাশেই আগুন জ্বালুন
পাহাড়ী অস্তিত্বের এই হিমেল পাগড়ীতে
এমন লটকে থাকার মানে হয়—বলুন
জীবনের মূলধন ও জমায়েত বাজী রেখে!
জানলাগুলো কাঁচের বলেই
নির্বিঘ্ন উত্তাপে বাইরেটা দেখা যায়।
বন্ধু
আপনার আর একটু ব্র্যাণ্ডি নেয়া উচিত
জানি, এমন পরিবেশ আশা করে আপনি আসেননি

অথবা ধরুন
কোন আসার জন্যই বিশেষ কোন পরিবেশ প্রস্তুত ছিল না।

বাইরে ব্লীজার্ড।
সাদা পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে
দুরন্ত জন্তুটা ছুটছে
লক্ষ লক্ষ সাদাটে তীরের আগে আগে
এবং আকাশটাকে দাঁতে কাটতে কাটতে।
জন্তুটা যে তাড়া খাওয়া আক্রোশে ফুঁসছে তা
এই কাঁচের জানলায় কান পাতলেই বোঝা যায়।

দেবদারু বা পাইন
আকাশ ছোঁয়া আভিজাত্য নিয়েও লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং হবে।
বলতে পারেন—
সময়টাই এখন ব্লীজার্ডের।
আপনি আমি ইস্পাত ঘরে লুকিয়ে থাকার বুদ্ধিতে
বুঝিবা বেঁচে গেলাম!

আমাদের আসার সময়টা উপযুক্ত হয়নি কিনা
বলতে পারবো না, কেন না
ঠিকুজীতে কোন ইঙ্গিতই বিশ্লেষিত হয় না।
তারচেয়ে আসুন
জ্বলন্ত আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে
ব্লীজার্ডকে অস্বীকার করি
আর এক অবস্থিতির উত্তাপে।

তেইশে জানুয়ারি

শোনো,
গ্রামের নাম জানা নেই
তবে সে লুকিয়ে আছে এবং বারোটা বছর ।
তোমরা ছুঁয়ে দিলেই একটা যুগ
সে আবার নপুংসক !
তাকে খুঁজতে চেও না, কেন না
সব মন্ত্র-তন্ত্র ও হাতিয়ার
একটা উঁচু ডালে অকেজো হয়ে ঝুলছে ।
ব্যাকুল হয়ে তোমরা এত কেন হাত কামড়াও !—
মাঠ ময়দানের পাথুরে এ্যালবামে কার ছবি দেখছ !

শোনো
যে কোন অতর্কিত আত্মপ্রকাশের জন্যেও
আর এক রকম প্রস্তুতি প্রয়োজন ।
দুধেল গরুর বাঁটে বাঁটে
চোরের তৃপ্ত উল্লাস উপচে উঠলেই
একটি ছদ্মবেশী বেণী সাপের মত ফুঁসে উঠবে
এবং তোমরা যদি বারোটা বছর আহ্লাদে ডগ্‌মগাও
তো দেখতে পাবে
শমীগাছে—আবার—বেণীটা দুলছে ।

নতুন ঠিকানা

দেখুন মশাই
আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করে লাভ নেই
বা মূর্খ বলেও।
আমি জানি না
আপনার খুঁজে মরা রাস্তাটা কোন্ পাড়ায়।
এ এলাকার কিছুই ভালো জানি না
আর এই তো সেদিন এলাম এ পাড়ায়।

প্রত্যেক গলি ও পথের নিশানা যদি জানবোই
তাহলে ম্যাপ্ হয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে
পৌর প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম
দুই পায়ে মাটি আঁকড়ে হাতড়ে হাতড়ে চলতুম না।

এই দেখুন না আমিও সেই কখন
একটা ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ঘুরে মরছি
অথচ কোন্ গলিতে যে সেই বাড়িটা
এখনো জানি না।
জানেন তো বলুন না
আর জানেন না যদি তবে
নির্দয় গাড়লের মত কেন ঠোঁট ওল্টান্
ভাচ্ছিল্যে !

সার্ত্রের কথা মেনে নিয়েও

সার্ত্রের কথা মেনে নিয়েও
জীবনের অহেতুকতাকে স্বীকার করেও
আটকে গেলাম জীবনের এক দরজায়
আটকে থাকারই তীব্র লালসায়—হয়তো বা।

কলকাতার চলন্ত বাসে
যাত্রীরা ঝুলতে ঝুলতে আটকে থাকে
ঝুলে থাকার প্রচণ্ড অর্থহীনতাকে স্বীকার করেও
কেন না
ওদের আটকে থাকা হাত খুলে যাবেই
আর দু-একটা স্টপেজ পরে—যে যার জায়গায়।
তবুও
হাত খুলে চাকায় নিষ্পিষ্ট হবার খবর
খুব বেশী পাওয়া যায়নি।

যেখানটা ধরে ঝুলে আছি
সেখানটায় আটকে থাকার অন্ততঃ প্রেরণাটুকু
ন্যূনতম এক স্বপ্নের ঠ্যাং ধরে ঝুলতে থাকে
সার্ত্রের কথা মেনে নিয়েও
কেন না
সার্ত্রে এখনো বেঁচে আছেন
অস্তিত্বের অন্তর্মুখী তাগিদে।

নরকের যাত্রী

পারো তো দেখিয়ে দাও
পারো তো নরকের পথটাই দেখিয়ে দাও।
স্বর্গের সিঁড়ি ঘুণের যন্ত্রায় ভুগছে।
মুখোশপরা দেবতাদের চিনতেই কষ্ট
এবং নগ্নতার পোশাকে
শয়তানের মুখের ছাপ বেশ স্পষ্ট।

নরকের যাত্রী আমি এবং স্বর্গ কোথাও দেখিনি
অথবা সারা ভাবনাই
প্রতিবিম্বিত বৈপরীত্যে আসীন।
মঠের সন্ন্যাসী নিত্য-নতুন কায়দায়
ভগবান খুন করে
মানুষকে মুক্ত করেন প্রাঙ্গণের ভালবাসায়!
নিহত হবার আগেও
চিতাবাঘিনীর নৃশংস দাঁতের নির্মমতায়
সন্তান পালনের স্বর্গ রচনা!
আর জেলের দুর্ধর্ষ খুনীটা
আপন সন্তান কোলে পেয়ে
গলতে লাগলো মাখনের আহ্লাদে!

তাহলে আমি কোন তীর্থ পথের যাত্রী হব
স্বর্গ নরকের যমজ ভ্রাতৃত্বের বাইরে!
সুতরাং
পারো তো নরকের পথটাই দেখিয়ে দাও।

ঘরের কোণের বাড়ন্ত শাখা

'আকাশে যদি জানলা থাকতো!'—
বলে
কেউ কেউ কাতরানো আক্ষেপে
ঘরের জানলা বন্ধ করে
দুঃখের বালিশে গুমরে গুমরে কাঁদে।
অথচ তখনো
দু-একটি কচি বাড়ন্ত শাখা
ডাক পিওনের ত্রস্ততায়
ভিজে মাটির বুক থেকে ব্যাপ্ত হয়ে
শীতল সার্শিতে টোকা মেরে মেরে ফিরে যায়।

আমি তাহলে
অতটুকু খুশীর আশ্বাসে সুখী হই না কেন।
রুক্ষ আকাশের বিদ্যুৎ ধিক্কারেও
জানলা খোলা থাকলে
খিল্ আঁটা ঘরের শ্বাসরুদ্ধ আক্ষেপ
অন্ততঃ বহিষ্কৃত হয়
আকাশ অনুদার হলেও।

লোকটা

কি যেন কোথায় হারিয়েছে !
কি যেন কোথায় হারিয়েছে
লোকটা।
মনে হয় ও নিজেও জানে না, এবং
জানতে না পারার মুক্তিতে ও নির্বিকার !

প্রিয় কিছু হারালেই চোখ গলতে থাকে
সবচেয়ে প্রিয় জিনিস খোয়ালে দম বন্ধ হয়ে আসে
বোবা বিস্ফোরণে
এবং যা কিছু প্রিয় তা সব বিদায় নিলে
ঐ লোকটার মত হলেই—মানায় ভালো।
কেন না
ও কাঁদছে না, হাসছে না বা দমবন্ধ করে বসে নেই
অথচ এক অস্বাভাবিক নির্বিকার হতে থাকা
ওকে জড়িয়ে আছে—যেন
পৃথিবীতে কিছুই ঘটেনি বা ঘটতে পারতো না।

আকাশকে মাপতে মাপতে লোকটা ঘামাচি খোঁটে !
অনুভূতির এমন গরমিল
বুদ্ধদেব ওর কাছেই ধার করেছিল—নির্বাণের প্রেরণায়।

সব কিছু খোয়া গেলে কিছু না হবার চৈতন্যে বসে থাকা সহজ
ওর পোশাকের স্বাচ্ছন্দ্যে ফ্যাশন কার্ডের শাসানি নেই
এবং পোশাক ঝেড়ে ঝুড়ে ওকে এখনই
নৈশ ক্লাবে নিয়ে যাওয়া চলে
তবুও
স্বাচ্ছন্দ্যের টবে কোন কোন শূন্যতার কাঁটা গাছ
জন্মায় বই কি।

প্রিয় সব কিছু বিদায় নিলেই
বুকের ভিজে মাঠে সন্ন্যাস জন্ম নেয়
সে বিশ্বাসেই লোকটা হাঁটে, অথবা
পার্কের বেঞ্চিটায় বসে ঘামাচি খোঁটে
যেন কোথাও কিছু ঘটেনি, অথবা
ঘটবার মত নয়।

*   *   *

এমন দৃশ্যে মগ্ন হবার মানে হয় না বলেই
আয়নার সুমুখ থেকে সরে দাঁড়ালাম।

বুদ্ধ পূর্ণিমা

রাত তিনটে থেকে জেগে আছি
কেন না, কী একটা ইঁদুর
জমে ওঠা মনের গুদাম ঘরে
খশ্‌খশ্‌ আওয়াজ করে।
কী যেন খোঁজে।

আলোটা দপ্‌ করে উঠতেই—
ঘড়ি
মাণি ব্যাগ
একটা চাকু
ঘুমের বড়ি, এবং
জমির দলিল ও দেনার স্বীকার পত্র
জীবন বীমার কাগজে লটকে
কবিতার বইটার কাঁধে চড়ে আছে।
সুতরাং শেষ রাতেও জমে ওঠা অভ্যন্তরে
খুদ খোঁজা ইঁদুরের খশ্‌খশানি
ঘুমের বড়ির পাহারা ডিঙিয়েও।

রাত তিনটে থেকে জেগে আছি
বাইরে বুদ্ধ পূর্ণিমার শেষ রাত!
ওদিকে ক্লান্ত চাঁদ রাতভর খুঁজে খুঁজে

নাক মুখ কুঁচিয়ে হাই তুলতে তুলতে
অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে ফিরে যাবার আগে
খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে
শেষ ক্লান্তিতে বললো—
'তাকে দেখেছো ?'

আমি
তখনো
খুদ খোঁজা ইঁদুরের খশ্‌খশ্‌ আওয়াজ তুলে
জীবন বীমায় লটকে থাকা দলিল-পত্র
কবিতার বই-এর ভাঁজে যত্নে সাজিয়ে
তার চোখে চোখ রেখে বললাম—
'না তাকে দেখিনি'
এবং
রাত তখন চারটে।

খোলা জলের মাছ

খোলা জলের ঐ ছোট্ট মাছটি যে সুখে নেই
এ তুমি বুঝলে কি সে !

ভিতরের কোন এক ঊর্ধ্ব চাপে সে
মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে
আকাশ বাতাসের মসৃণ আওতায়
আর, বুকের অবরুদ্ধ হাওয়া মুখের ভিতর দিয়ে
স্বস্তিতে প্রকট হয় বুদ্ বুদ্ শব্দে।
তারপর
নিজেকে হাল্কা ভেবে ভাসতে চায়
নিজেকে বুঝতে গিয়ে ডুবতে থাকে
ভারসাম্যের সুনিপুণ বিন্যাসে।
অথবা ছোট্ট ঐ মাছটি
উৎসুক দৃষ্টিপাতের তাড়নায়
পিছলে গিয়ে নামতে থাকে চোখের আড়ালে।

তোমাদের শিকার হতে সে চায়নি
না—না—না।
কোন রসালো জিভের লালার জারক উত্তাপের
'সুস্বাদু' খ্যাতিতেও নয়
নয় তোমাদের অনন্ত ভালবাসার

অ্যাকুরিয়ামের উজ্জ্বল পরিবেশের আশ্বাসে
মূল্যবান নির্দেশিত র‍্যাশানের অতিথি হয়ে।
এবং নয় বলেই
অন্য জলের ছোট্ট মাছটি যে সুখে নেই—
এ তুমি বুঝলে কিসে!

সুদখোর সূর্য

গোঁয়ার মাতাল সুদখোর
একচোখা রক্ত চক্ষু দৈত্য ঐ সূর্যটা
আকাশজোড়া অস্তিত্বের দাপটে
প্রত্যেক দিন আমায় শাসিয়ে যায়
কোন্ দেনা না মেটানোর হুমকীতে—বুঝি না!
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার ঘাম
সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আমার ঘুম
সুদের কড়ি গুণে গুণে
বুকে পিঠে হিসাব লিখে রাখে
তবুও ওর রক্তচক্ষু স্নিগ্ধ হয় না—হবে না।
মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয়, দুঃখ হয়
কেনই বা অমন কানা দৈত্যের দুয়ারে হাত পেতেছিলাম
হ্যাংলা আকুলতায়
কয়েকটা দিনের হৃদয় সেঁকে নিতে—অন্য উত্তাপে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—ঐ রক্ত চক্ষু মাতাল
আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে যখন আমায় শাসাবে
আমি কেন দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে থাকি না
যেন—আমি বাড়ি নেই।
ঘন্টার পর ঘন্টা খিড়কীর ফাঁক দিয়ে

উন্মত্ত সার্চ লাইট ফেলে ফেলে
ঐ খুনী ডাকাত
আমায় খুঁজে খুঁজে ফিরে যাক্
আর আমি
অন্ততঃ দু-একটা দিন ঘাম মুছে দেখি
অমন খুনী সুদখোরকে খুশী রাখতে হলে
আর কী কী উপহার দেয়া যায়।

কীর্তিগড়

চড়ুই পাখীটা পর্যন্ত
কী উদ্যমেই না
ঠোঁটের ডগায় খড় কুটোর নিশান উড়িয়ে
বসতির খাঁজে খাঁজে নাম লেখে—স্থায়িত্বের।
এমন কি চিল্, ডাহুক, ঘুঘুরাও
দিনকে খুঁচে খুঁচে আঁশ তুলে রাখে
কেন না প্রত্যেকেই
আপন ডানায় বিস্তারিত।

গুটিপোকাকেও দেখেছি
নিজের মুখের অমৃতে জর জর হয়ে
জড়িয়ে জড়িয়ে ইতিহাস হতে গিয়ে
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে সুখী হয়
(এক রকম ইচ্ছার মৃত্যুতে)।
প্রত্যেক চলন্ত চিন্তা একটু জমি পেলেই
হৃদয় ও মস্তিষ্ক জমায়েত রাখে ইট চুন এবং
স্মৃতি-সৌধের স্বপ্নে।
এবং তারপর তারাও
গুটিপোকার ইচ্ছার উদাহরণে
স্থপতি সুন্দর আস্তরণে সুখী হয়।

তবুও আমি ঘর্মাক্ত হই
একটি নেম্‌প্লেটের আয়ুর অভিজ্ঞানের ইচ্ছায়
এবং প্রলুব্ধ প্রস্তুতিতে, কেন না
প্রত্যেকেই
আপন আপন পরিকল্পিত কীর্তিগড়ে
ঠাঁই খোঁজে।

আমার মা-কে

যে কোন ব্যথা গভীর হলেই
ফুটে ওঠে বুকের বাড়ন্ত ডগায়
তোমার মুখের মত।

কোন ভালবাসা
সাজিয়ে গুছিয়ে হৃদয়ে গলিয়ে জুড়িয়ে দেখি
তোমার মুখের অনুকৃতি।
প্রচণ্ড বিক্ষোভে দুঃখের পাথর ভাঙতে গিয়ে
তোমার পায়ের ছাপ দেখে ফিরে আসি!
তুমি তো বাগানের একটি গোলাপও
নখে কেটে হত্যা করোনি
ঘরে আনার আত্মসুখে
অথচ প্রত্যেকটি কাঁটা তোমার নরম অস্তিত্বে
ফুটে ফুটে মুখ ঢেকে আছে লজ্জায়।

সবচেয়ে মরা ডালও তোমার ছোঁয়ায় সবুজ ছিল।
মন্দিরের কোন মুখই তোমার মুখের মত জীবন্ত নয়
বলেই
আমি নাস্তিক হয়েই রইলাম চিরদিন
কেন না—
ওরাও গুঁড়িয়ে যেত তোমার মত সইতে গিয়ে।

তোমার কোন প্রস্তর মূর্তি গড়া হবে না

পাথর গলতে জানে না বলেই

তোমার অনুকৃতি ধরতে শেখেনি।

শুধু চোখ বুজলেই বুকের ভিতর

তুমি আসতে থাকো—অন্তহীন মমতায়

তাই তো আমার ফোটা ফুল মন্দিরের বাইরেই

নুয়ে থাকে—তোমার দিকে।

বোবা মজলিস্

অবসরের উদ্যানে গাছটা ঠায় দাঁড়িয়ে
সবুজ আঙুল নেড়ে ডাকে
এবং চারজন লোক বোবা উত্তেজনায়
বাহার তাসের হারজিতে, ঘাসের কার্পেটে
সারা দিনটাকে ঘষে ঘষে খুঁজছে—উত্তেজনা।

একমাত্র পাখীটাই
সারা আকাশে উৎসাহী ডানায় দৃষ্টি ছড়ায়—সন্ধানের
ও পাশে মেধাবী ভদ্রলোক
উপন্যাসের গবেষণায় সমাধিস্থ
অন্য কোণের যুবকটি
সাইকেল কোলে করে সময় পুষ্ট করে—ঘুমিয়ে।

আর এই বধির মজলিসে সন্ধ্যা এখন—
রক্তাক্ত সৈনিকের মত সময় গুণছে
শেষ অবসরের।
এবং উদ্যানের প্রত্যেকটি ক্লান্ত অতিথি
একে একে এখন ঘরে ফেরে
রসালো দিনটাকে চেটে দেখার আত্ম সুখে।

দুয়ারের কুকুরটা

ঘরের দুয়ারে রাস্তার কুকুরটা—অভিমানী
খায় না দায় না নড়ে না চড়ে না দুঃখে কাঠ
প্রত্যেক দিনের বাসি রুটি আর শুকনো হাড়
মন ভরে না বলেই পড়ে থাকে এবং চুপ চাপ
দীর্ঘ অবসন্ন রোগীর মতন খিটখিটে
শীর্ণ বাসি হাড় গতানুগতিক দৈনন্দিন
সেটুকু পেলেও কৃতজ্ঞ প্রত্যাশীব অভাব নেই
অথচ দুয়ারে ঐ কুকুরটা আর এক সাধে
এবং দাবীর আস্কারেতেই মুখের দরজায়
তালা লাগিয়ে এবং লেজগুটিয়ে বৃত্ত-ব্যাহে
আত্মলিপ্ত। আর দু-একটা সস্তা বাসি হাড়
অথবা সকালের উচ্ছিষ্ট পেয়েও নিরুৎসাহ
এবং দাঁতে নখে সারা দুঃখটাকে খামচে ধরে
থুবড়ে পড়ে আছে সারাটা দিনের অজানা অভিমানে।

গঙ্গার ধারে বনভোজন

ছাই গোলা ঘোলা জল গঙ্গার
ছোট বড় নৌকা আর জাহাজ—উঁচু নিচু
ফোড়া আর পাঁচড়ার মত—গঙ্গার অসুস্থ দেহে।
ডানাদকে শৃঙ্খলিত হাওড়ার বিশাল পোল
কুঁজো পিঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য করছে
পিঁপড়ে পিঁপড়ে সংখ্যাহীন মানুষকে।
ও পারে ঝিমানো সূর্য রক্তহীন দুর্বলতায়
ছাদ কার্নিশ আর হাওড়ার স্টেশন এড়িয়ে
সন্তর্পণে পিছু হটার আগ্রহে ব্যাকুল।

এটা গঙ্গার পার—
মনে নেই সেই মহাভদ্রলোক—নাম যার ভগীরথ
এসে কোথায় থেমেছিলেন তপস্যার জন্যে
তবে এই যুগে গঙ্গার এপারে ওপারে
অনেক তপস্বীর চিমনীর ধোঁয়া
অনেক কঠিনতর সঙ্কল্পে বলীয়ান্।
ব্যস্ততার এ সাম্রাজ্যে ধোঁয়া ঢাকা সূর্যটাকেই—মনে হয়
পলায়মান কোন সৈনিক।

বন ভোজনের উৎসবক্লান্ত যে পুরুষ আর রমণীরা
প্রচণ্ড উত্তেজনা চুষে চুষে সারাটা দিন নিঙড়ে

এখন হাতে ভর করে ঝিমুতে চায়
ফিরে যাবার আগেও—তাদের
ভোগ করার তীব্র ইচ্ছা চম্‌কে চম্‌কে ওঠে—দুচোখে
জোনাকীর মত।
আত্ম সমর্পিত বুড়োটে শতরঞ্জির ধারে
হাড় মাস প্লেট ছড়ানো মাছের কাঁটা
দু-একটা মোরগের ঠ্যাং
তাদের অতৃপ্ত চোখে ভয় পেয়ে ভাবে -
নখ, দাঁত, রসনার বিশ্রামের সময় কি হবে আর!
অথবা যে তরুণীটি এসেছিল রমণীয় নামে
এই বন ভোজনের দলে
এখন সে চলে গেল কার হাতে হাত রেখে
বিলিতি নাচের কোন তালে
ঝিমানো সূর্যের দিকে—ঐ দূর বনের আড়ালে!
তারও ঠ্যাং হাড় মাস বন ভোজনের দেশে
নরম নরম মনে হয়নি কি
কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা অতৃপ্ত সে পুরুষের চোখে!

রঙীন গেলাশ আর ভোজনের সাঙ্কেতিক সুরে
পৃথিবীতে এসেছে অনেক পৌষ
অন্য এক গান গেয়ে গেছে জীবনের
এসেছে বোশেখ, মাঘ মাস অথবা ফাল্গুন
এই গঙ্গার ধারে। দেখে গেছে বার বার
খুন করা মোরগের ছোট ছোট ঠ্যাং হাড় মাস
চেটে খাওয়া বুকের পাঁজর

অথবা সে দেখে গেছে কোন কোন রমণীর নিবেদিতা প্রাণ
কোন এক সন্ধ্যার কবলে
সেই সব কচি কচি হাত আর লঘু লঘু ঠ্যাং
বন ভোজনের দেশে কী যে এক স্বপ্নের সোয়াদ নিয়ে এসেছিল
ধোঁয়াটে গঙ্গার ধারে। মাস্তুল ও বন্দরের পরিবেশে
চিমনীর ধোঁয়ার এক কঠিনতর তপস্যায় (এই যুগে)
আত্মসমর্পিত বুড়োটে শতরঞ্জির ধারে
মোরগ ও রমণীর গান গেয়ে গেয়ে এসেছিল যারা
সে প্রাণের তৃপ্তি আর অতৃপ্তির ছোঁয়া
এখনো ছড়িয়ে আছে
হাড় মাস মোরগের ঠ্যাং হয়ে
এই গঙ্গার ধারে।

লাইট পোস্ট

আয়ুক্ষীণ দিনটা
পশ্চিমের নিভেআসা চিতায় বিলীন হতে হতে
প্রত্যাগত শোক যাত্রীদের ডুঁকরে কাঁদা নৈরাশ্য একত্রিত আক্ষেপে
অন্ধকারের পর্দা টেনে দিল পূব থেকে পশ্চিমে
এ শহর তবু বাঁচার নিরন্তর সাধনায় লিপ্ত।

এখানে ওখানে জাগ্রত প্রহরা—লাইট পোস্ট
হাতের তালুতে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে খুঁজছে
সারা জীবনের বার্ধক্যে গলা বাড়িয়ে
যেন কাকে। অথচ—
রাতটা এখন আরও নির্বিকার!
সমবেত শ্রান্ত পরিশ্রম খণ্ডিত হতে হতে—ঘরে ফিরে
ঘুমের আড়ালে চুপ্।
রাত বারোটা দুটো বা চারটে
পথের সর্বশেষ প্রহরী—দু-একটি জাগ্রত লাইট পোস্ট
প্রাণের নেশায় খুঁজছে এবং
খোঁজার নেশায় জ্বলছে
বিগত দিনের শূন্যতার হাহাকারের চারপাশে
খুঁজছে খুঁজছে
খুঁজছে
শুধু তাকে—যে

সকালে এসেই তাদের ছুটি দেবে এবং বলবে
—'সে এসেছে আবার
কালো জন্তুটার গলা টিপতে টিপতে
লাল রঙের চোখ ধাঁধানো রাজকীয় পোশাকে
আর এখন—তোমাদের ছুটি।'

বরং জেগেই থাকি

তার চেয়ে
বরং জেগেই থাকি
অনেকটা বিশ্রামের কায়দায়
এই ঘর্মাক্ত পরিবেশে।
আজকাল প্রত্যেক দিন
ঘুমোলেই ক্লান্তি বেড়ে চলে এবং ঘুমোলেই
আরও পরিশ্রমী স্বপ্ন দেখি
কোন স্বপ্নেই আর আমি রাজপুত্র হতে পারি না
অথবা পক্ষীরাজের গল্পকার
নিদ্রার পর্দার আড়ালেও—এমন দুর্যোগ লুকিয়ে থাকে।
আমি রক্তাক্ত হয়ে ঘরে ফিরি
দুঃস্বপ্নের নির্দয় প্রহারে।

তার চেয়ে বরং জেগেই থাকি
বিশ্রামের কায়দায়
অনেকটা—নিয়মিত বেঁচে থাকার মত।

দিল্লী-দিল্লী

●

সুন্দর শহর যদি কোথাও থাকে—হামিন্ অস্ত, হামিন্ অস্ত
হামিন্ অস্ত
বলতে বলতে ভিখিরীটা ভূতুড়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল—উচ্ছাশায়।

●

এমন শহর চিনতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয়
কেন না রাজপথ ও জনপথ নব্বই ডিগ্রির আড়াআড়ি।

●

গিজ্ গিজ্ শহরে আমি চেনা মুখ খুঁজে খুঁজে হয়রান হই
পলকের জন্যও এরা মুখোশ খুলে পথ চলতে রাজী নয়।

●

মাঝ রাতেও শুনি শহরটার বুকে বাসগুলোর ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ
অসুস্থ রোগীর বুকে গলানো কফের মতো।

●

সপ্ত দিল্লীর সম্রাট বাদশাদের খোঁজ নিতে
রাজোদ্যানে অন্দর মহলে এসে দেখি
এখন তারা একটুকু সুখে থাকার আশায়
পৌর-কর্তাদের শরণার্থী।

●

আমি এই সুন্দরী শহরকে ভালবাসার ঠচুমুতে কলাম
ঠোটের ছোঁয়া ছুঁয়ির মাঝখানে রঙীন্ প্রসাধনী আলকাতরা।

●

শহরের দুয়ারে দুয়ারে আমি টোকা মেরে মেরে জেনেছি
দরজাগুলো আধুনিক শব্দ-নিরুদ্ধ কাঠের তৈরী
ভিতরে আওয়াজ পৌছবেই না।

●

কনট্ প্রেসের আলো ঝলমল বারান্দায় এলেই
ক্যাবারের উছলে পড়া জীবনবোধ ছাড়ানো দেখি—এব
ষ্ট্রিপ্‌টীজের দৃশ্যের মত বাসনারা—চোখ থেকে
লাফিয়ে পড়ে উলঙ্গ নৃত্যে দুলতে থাকে।

রাজঘাট

বুকের জখম নিয়ে ঘাসের চাদর মুড়ি দিয়ে তুমি
কোন সত্যাগ্রহে শুয়ে আছো
অথচ তোমার প্রহরীরা কেমন খিল এঁটে
তাসের হারজিতে ভাগ্য মাপছে।

শান্তিবন

মুঘল-ভিটার বাইরে এসে সে আজ শান্তিতে আছে
কেননা, নদীর কোল মায়ের মত এবং
তার গম্ গমে অট্টালিকা আজ যাদুঘর।

ইণ্ডিয়া গেট-

অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ সম্রাটের খালি করা আসনে
ভারতীয় সন্ন্যাসী-আসবে আসবে বলেই
বিশ বিশটা বছর জাতটাকে ঝুলিয়ে রাখলো।

কুতুব মিনার

পৃথিবীর বিচার সভায় বয়সের বোঝা নিয়ে বোবা সাক্ষী কুতুব
মিনার—
যেন জিরাফের মত গলা বাড়ালেই সময়কে ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া
যায়।

কালীবাড়ি

●

তোমার সিঁড়িতে পা দিয়েই ওরা
কুঁজো হয়ে হাত জোড় করে কোন ইচ্ছার সাধনে
মাকে কি কেউ বুক ফুলিয়ে ভালো বাসবে না।

●

তুমি আছো জানলেও গিয়ে ভেট্ দেবার
অবসর আমার কোথায়
আমাদের প্রধানমন্ত্রীও তো রয়েছেন
তবু আমায় নিজের উপার্জনেই তো দাঁড়াতে হবে।

পার্লামেন্ট হাউস

বিরাট গোল মহলে প্রবেশের পর দেখি
আমাদের সেবকরা ভাগ্য-নিয়ন্তার পোষাক পরে রাশভারী
ঐ একটুক্ষণই যা আমরা ওদের মাথার উপর ছিলাম।

লাল কেল্লা

লাল কেল্লার সংগ্রহশালায় সম্রাটের পোষাকের খাঁজে খাঁজে
তৎকালীন ধূলা এবং
পরবর্তী অসংখ্য আশাবাদী পোকার বিদ্রোহী দাঁতের কামড়
খুঁজলেই চোখে পড়ে।

বিড়লা মন্দির

কোটি কোটি পতির বিজ্ঞাপিত আঙ্গিনার শোভাময় বেদীতে
জনতার পয়সা ছুড়ে দেবার জায়গাটি
অসীম পবিত্র আমেজে সারা দেশটাকে উৎসাহী রাখছে
পরকালের প্রতিশ্রুতিতে।

পঁচিশে বৈশাখ

তোমার জন্মদিন এলেই আমি মুষড়ে পড়ি
কেন না, ঐ একদিন
নতুন কথা বলা বে আইনী
তোমার বক্তব্যের বিকৃত অনুবাদ ছাড়া।

জীবন জিজ্ঞাসা

আঁস্তাকুড়ের জল খেয়েও লাউ-এর ডগাটা
তর্ তরিয়ে ওঠে
পেস্তা পোলাও ঘি দুধ খেয়ে বন্ধু, তুমি আমি
ভুগে মরি পঁচা পিত্তের রসে-- কিন্তু কেন !

পুনশ্চ

বার বার ধাক্কা খেয়ে এবার পিছু হটবো ভেবে—
দেখলাম
প্রত্যেকটি ডাল মুড়ে দেবার পর ফুল গাছটা ডানা গজিয়েছে
কাটা বাহুর মূল থেকে
একটা কাঁটা গাছও হতে না পারার বিক্ষোভে
আবার উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম
মোচড় খাওয়া হৃৎপিণ্ডটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে।

ক্যাকটাস

মহা নিয়তির নির্মম অভিশাপের রাজত্বে
সূর্য সেন বেঁচে আছে
প্রতি দিনের মৃত্যুদণ্ডকে ভেংচী কেটে।

হামাগুড়ির লগ্ন থেকেই এদের শ্মশানভূমি নির্দেশিত
খাঁ খাঁ করা শূন্যতার জ্বলতে থাকা সমুদ্রে
কোন কোন শিশুর নার্সারি।
মৃত্যুধূসর চিতাবহ্নিমান মরুভূমিতে
চুনকাম করা শ্মশানের পরিচ্ছন্নতা
আকাশের ঝলসানো চামড়াটা মহাশূন্যতায় টান্ টান্
সূর্যটাই শুধু পুড়িয়ে মারার তান্ত্রিক সাধনায় দৃপ্ত।

মরু ক্যাক্‌টাস তবু বেঁচে আছে
নিয়তিকে অস্বীকারের বিদ্রোহে
যদিও বুকে পিঠে কাঁটার সহস্র শাসনের ক্ষয় ক্ষতি
এবং সাহসী হৃদয়ে উটের বিশ্বাসী জমায়েৎ।
যদিও অস্তিত্বের বাইরে কোন বিলাসিতায়ই এরা বেঁচে নেই—
প্রাণের যে সবুজ আগুন জ্বলতে পারার সুখে জ্বালাধরায়
সে অমৃতের বিষে নীলকণ্ঠ ত একটি মরু ক্যাক্‌টাস্
বেঁচে আছে আর এক রকমের বিশ্বাসে
যেদিন

শূন্যতার রক্ত চক্ষু অশ্রুর সাদাটে বাষ্পে ভরে উঠবে
পিতৃহীনদের দয়াহীন দায়িত্বে
এবং
শিশু-হত্যার বিবেক দংশনে।